'I do, hereby, declare and undertake that the writing is an original one and is not in violation / infringement of intellectual Property rights of any person, institution, association and the like and if afterwards it is found to be in violation / infringement of any intellectual property rights I alone shall be wholly and exclusively liable and no part of the liability of infringement of intellectual property rights would be borne by the college Authority. I also declare and undertake that the writing is not published elsewhere Previously.'

Rina Sau
Roll - 19
Class - B.A 4rth semester
Department - Bengali

আমার প্রাণের
কবি

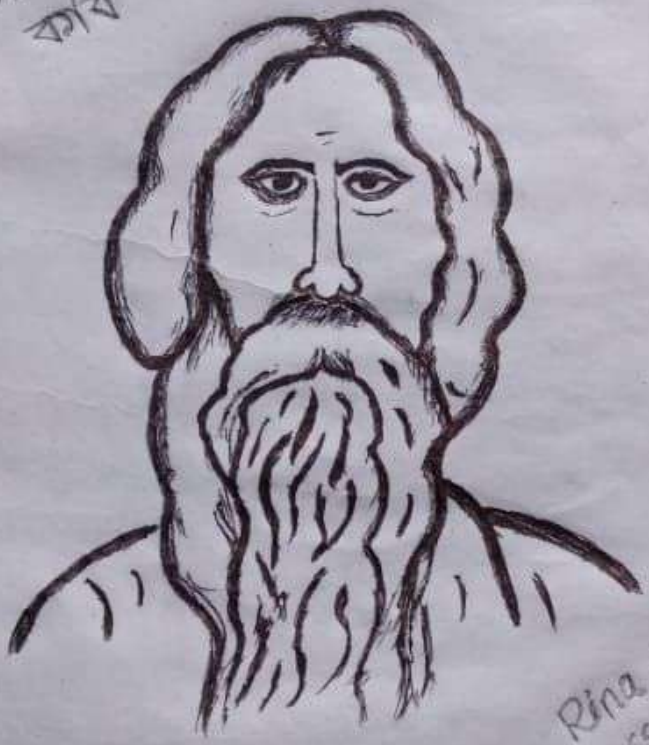

Rina Saw
class - B.A 4th Semester
Roll - 19
Department - Bengali

Name – Rina Sau
Class – B.A 4th Semester
Roll No – 19
Department – Bengali
Academic Session – 2019 – 2020

আমার প্রাণের রবিঠাকুর

"তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা-
কোনখানে রাখব প্রণাম।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে কিছু বলতে বা লিখতে গেলে কম পক্ষে ১০ বার ভাবতে হবে, বস্তুত জ্ঞানের অধিকারী এই ঋষি সম্পর্কে কিছু বলার সাহস হয়তো আমাদের নেই, তবে বাংলা বিভাগের ছাত্রী হিসেবে আমার হৃদয়ের কিছু গোপন তথ্য তাঁর জন্য নিবেদন করলাম,

ছোট বেলায় স্কুলে ২৫-শে বৈশাখের দিন বাড়ি থেকে ফুল নিয়ে যেতাম, তখন এই দাঁড়িওয়ালা ব্যাক্তি সম্পর্কে কিছুই জানতাম না,

রবি ঠাকুরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় – 'আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে' এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে। ঠিক তখন থেকে যেন একটা টান আমার মনের মধ্যে এখনও আছে, বলতে হয়- এখন যেন একটু বেশি পরিমাণে আছে, এই বয়সে এসে যখন আমি জানতে চাই ভালোবাসা কাকে বলে? ঠিক যেন তখনই রবি ঠাকুরের সেই গানটি মনে পড়ে যায় — 'সখি ভালোবাসা কারে কয়?' আবার এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছি তাঁর আরেকটি গানের মধ্য দিয়ে—
— 'আমার পরান যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো'

রবিঠাকুরের প্রেম ভাবনার লেখনি তুলি আমার কাছে আদর্শ প্রেমের মতো, রবীন্দ্রনাথের অন্যতম উপন্যাস 'শেষের কবিতা' য় অমিত ও লাবণ্যের অমর প্রেম আমাকে মুগ্ধ করে, মনে হয় রবিঠাকুর ওদের বিয়ে না দিয়েই ওদের প্রেমকে অমর করেছেন।

রবিঠাকুরের 'সমাপ্তি' গল্পটি একটি মিষ্টি প্রেমের গল্প। কলকাতার বি. এ. পাশ অপূর্বকৃষ্ণের জীবনে ভালোবাসা অকস্মাৎই প্রেমের রূপ নেয় একটি গ্রাম্য ডানপিটে শ্যামবর্ন মৃন্ময়ী নামক একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুভব করেছেন এই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সবসময় পরিবর্তনের একটা স্রোত চলছে। বিশ্বের কোনো কিছুই স্থির হয়ে নেই। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ভাবাবেগের মধ্য দিয়ে অপরূপ মাধুর্য ধারন করেছে 'বলাকা' কবিতায়,

সূর্যের আলো যেমন ভাবে পৃথিবীর সব জায়গায় পৌঁছে গিয়ে অন্ধকারকে দূরীভূত করে ঠিক সেই রকমই রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই গানে-গল্পে, কবিতা-কাব্যে প্রতিটি জিনিসেই তিনি সবার উপরে স্থান দখল করে রয়েছেন। ১৮৬১-১৯৪১ তাঁর এই ক্ষুদ্র জীবনে তিনি আমাদের এত কিছু দিয়ে গেছেন যা আমরা সারা জীবনে পড়ে শেষ করতে পারব না।

রবিঠাকুর বলেছিলেন — 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক' তিনি একদম ঠিক কথা বলে গেছেন, সত্যিই তিনি আমাদের কাছের মানুষ, প্রাণের মানুষ এখনো হয়ে রয়েছেন।

— ০ —